কার্যকরী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা
(Role of Teacher in Effective Teaching)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে শিক্ষণ ছিল একমুখী (শিক্ষক → শিক্ষার্থী)। শিক্ষক ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে শিক্ষা প্রসঙ্গে রুশোর বৈপ্লবিক ধারণার পরে, শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া (শিক্ষক ⇄ শিক্ষার্থী) বলে বিবেচনা করা হত। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বহুমুখী বলে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠক্রম, শিক্ষণ কৌশল ইত্যাদি সবই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপাদান এবং উপাদানগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলই হল শিক্ষণ। একমুখী, দ্বি-মুখী বা বহুমুখী যা হোক না কেন, শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন। শিক্ষকের দক্ষতার উপরেই শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকাকে প্রধানত 3টি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়— শিখন সহায়ক (Facilitator), সংযোগকারী (Communicator) এবং মাধ্যম (Mediator)।

শিখন সহায়ক হিসাবে (Facilitator)

শিক্ষক পাঠ্য বিষয়কে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরেন। বিষয়বস্তুকে মনস্তত্ত্ব এবং যুক্তিসম্মতভাবে সংগঠিত করে শিক্ষার্থীদের শিখনকে সহজ করে তোলেন। শিক্ষার্থীদের বয়স, বোধগম্যতার স্তর এবং পাঠ্য বিষয়ের চাহিদা স্মরণ করে তিনি পাঠদানের কৌশল স্থির করেন। উপযুক্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ তিনি নির্দিষ্ট করেন এবং তা ব্যবহার করেন। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কত জরুরি তা উপলব্ধি করতে তিনি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। প্রশ্নোত্তরকালে তিনি প্রয়োজনমতো সংকেত সরবরাহ করেন। অনেক সময় কোনো কোনো শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় হয় না, শিখন সমস্যাক্রান্ত এ ধরনের শিক্ষার্থীরা যাতে সমস্ত রকমের বাধা অতিক্রম করে স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মতো আচরণ করে সে ব্যাপারে শিক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর বিষয়গত দুর্বলতা আছে, যারা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারছে না তাদের নির্দিষ্ট করে সংশোধনমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষক করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ব্যাখ্যা যদি শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম না হয়, সে ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের বোঝাবার মতো করে উপস্থাপন করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে স্থান গ্রহণে সাহায্য করেন। যাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অপেক্ষাকৃত কম, তাদেরকে সামনের সারিতে বসার সুযোগ করে দেন। শিখন পরিস্থিতি যাতে শিখনের অনুকূল হয় তা রচনায় তিনি সচেষ্ট হন। প্রয়োজনমতো তিনি বক্তব্য একাধিকবার উপস্থাপন করেন। নতুন জ্ঞানকে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত করে উপস্থাপন করেন।

Scanned with CamScanner

মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ব অনুভূতিমূলক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সেই কারণে মনস্তত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে তার পরিবর্তে কীভাবে শিখেছে এবং শিখনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মমর্যাদা বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা পাঠদাতার (Instructor) পরিবর্তে শিখন সহায়কের (Facilitator)।

সংযোগকারী হিসাবে (Communicator)

সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করে, আধুনিক শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে কাজ করেন। বিশেষ তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেন, তাদের মনোযোগী এবং অনুভূতিশীল করে তোলেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া করতে আগ্রহী হয়। যেসব শিক্ষার্থী নানাবিধ কারণে শ্রেণিকক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকে তাদের সক্রিয় করে তুলতে শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। সার্থক সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের উপকরণ, যেমন—চার্ট, মডেল, প্রোজেক্টর, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার, ভিডিয়ো ইত্যাদির সাহায্য নেন। উত্তম সংযোগ রক্ষার জন্য শিক্ষক পাঠদান কৌশল ব্যবহারে নমনীয়তা অবলম্বন করেন। কখনও বক্তব্য রাখেন, কখনও আলোচনা করেন, কখনও বা প্রদর্শন করেন। সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য প্রেরণাকারী এবং তথ্য গ্রহণকারী উভয়েই সক্রিয় হলে সংযোগ একদিকে যেমন শক্তিশালী হয় অন্যদিকে তেমনি স্থায়ী হয়। শিক্ষক (প্রেরক) তাই শিক্ষার্থীদের (গ্রহণকারী) সক্রিয় করে তুলতে প্রশ্ন করেন। এ ছাড়া গ্রহণকারী যখন জানতে পারে, সে কতটুকু গ্রহণে সক্ষম হয়েছে তখন সে তথ্য গ্রহণে আরও সক্রিয় হয় এবং সংযোগরক্ষার কাজটি আরও সার্থক হয়। এজন্য শিক্ষক মাঝে মাঝেই শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন—তারা কী পরিমাণ তথ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একেই আমরা ফিডব্যাক (Feedback) বলি।

শিক্ষক কেবল জ্ঞান সঞ্চালন করেন না। শিক্ষাদানকালে তাঁর আবেগ, অনুভূতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সংযোগ রক্ষার কাজটি আরও শক্তিশালী হয়।

শিক্ষকের সংযোগ রক্ষার কাজটি শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এর প্রভাব কাজ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট 'মডেল'। তাঁর আদর্শ, পরামর্শ শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচরণে প্রতিফলন ঘটায়। অর্থাৎ শিক্ষক শুধু প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংযোগ রক্ষা করেন তা নয়। পরোক্ষভাবেও সংযোগ রক্ষা করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষক সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব যত সুষ্ঠুভাবে পালন করেন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতার মাত্রা তত বৃদ্ধি পায়।

Scanned with CamScanner

মাধ্যম হিসাবে (Mediator)

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক সজীব মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন। পাঠক্রম সঞ্চালনের দায়িত্ব শিক্ষক গ্রহণ করেন। তিনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে, শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেন। শিক্ষার্থীরা তা আয়ত্ত করে, যার ফলে তার জ্ঞান, বোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে, আগ্রহ বৃদ্ধি করে, পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে সহজ ভাষায় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু অনুধাবনে সক্ষম না হলে তিনি বিষয়বস্তুকে আরও সহজ করে পুনরায় উপস্থাপন করেন। অন্যান্য মাধ্যম থেকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সঠিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য শিক্ষক-মাধ্যমের এইখানে পার্থক্য। প্রয়োজনমতো বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর সঠিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষা সহায়ক উপকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষকের ভূমিকা কেবল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চালনের মাধ্যম হিসাবে তিনি কাজ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক ও বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেন। এখানেই শিক্ষক মাধ্যম হিসাবে অন্যান্য যান্ত্রিক মাধ্যম থেকে উন্নত।

Scanned with CamScanner